দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... SEP 13 1999 ...
পৃষ্ঠা ...6... কলাম ...7......

প্রাথমিক শিক্ষাখাতে বরাদ্দ

প্রাথমিক শিক্ষা মানেই শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তিভূমি। ব্যবস্থাটা উন্নত করার জন্য ভিত্তিটাকে তো মজবুত করতেই হবে। কিন্তু সেটা কীভাবে? এমনিতে বেশ কয়েক বছর আগেই প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী ২০০৬ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার সঙ্কল্পও ঘোষণা করেছেন। কিন্তু এ সব সিদ্ধান্ত ও সঙ্কল্প বাস্তবায়নের কতদূর কী হচ্ছে, দেখা দরকার সেটাই। তা না-হলে সাক্ষরতার হারের একটা উপরসা ক্রমোন্নতি দেখানো গেলেও বাস্তবে শিক্ষা বিস্তার ও শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি হয়ত ঘটবে না। অকারণে যে এ রকম সংশয় প্রকাশ করা হচ্ছে না, তা সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন সময়ে পত্রপত্রিকায় প্রতিফলিত প্রাথমিক শিক্ষার হাল থেকেই আঁচ করা যাবে।

পত্রিকান্তরে প্রকাশিত সর্বসাম্প্রতিক একটা তথ্যে গত শনিবার বলা হয়েছে, বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার বরাদ্দ এখনও অপ্রতুল। এমনিতে বাজেটে শিক্ষা খাতে সর্বাধিক বরাদ্দের দাবি করা হলেও ১৯৯৪-এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশ তার জিএনপি'র মাত্র ২.৩% শিক্ষা খাতে খরচ করে। বরাদ্দের এই হার এ অঞ্চলে সর্বনিম্ন। ভারতে হচ্ছে ৩.৮%। প্রাথমিক শিক্ষা খাতে আমাদের বরাদ্দকৃত অর্থের ৯০% খরচ হয়ে যায় শিক্ষকদের বেতন দিতে ও আনুষঙ্গিক খরচ বহন করতেই। অবশিষ্ট যে সামান্য বরাদ্দ থাকে, সেটা দিয়েই প্রাথমিক শিক্ষার অন্য সবদিকের যেমন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ পাঠক্রমের মনোন্নয়ন, স্কুল পরিদর্শন, বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহ ইত্যাকার অপরিহার্য সব ব্যয়বহন করা হয়ে থাকে। শিক্ষকদের বেতন আদৌ হ্রাস না করেই ও দেশে বিরাজমান কার্যত 'দুই শিক্ষাব্যবস্থা' বিলোপ করে প্রাথমিক শিক্ষাকে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সংহত ব্যবস্থায় পরিণত করে এবং সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতনবৈষম্য দূর করেই প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার সাধন ও মানোন্নয়নের জন্য ক্রমান্বয়ে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা একান্ত জরুরী। শিক্ষার বুনিয়াদ শক্ত করা না গেলে, শিক্ষা ও দেশ– কোনটারই সঠিক উন্নয়ন আদৌ সম্ভব হবে না।

সম্প্রতি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত কিছু তথ্য হচ্ছে– ১. ৪২৭ কোটি ৩৭ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিত ৮ হাজার ৮৩০টি রেজিস্টার্ড, বেসরকারী প্রাথমিক স্কুল নির্মাণের আড়াই-তিন বছরের মধ্যেই জীর্ণদশাপ্রাপ্ত হয়েছে; ২. ডোমার থানার বাসুদিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়টি বহুদিন ধরে চলছে মাত্র দু'জন শিক্ষক নিয়ে; ৩. ১৬টি জেলার ৮ হাজার গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই; ৪. প্রাইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউটগুলোয় যথেষ্টসংখ্যক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নেই– সরকার সারা দেশে সব নন-রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকের জন্য পিটিআই ট্রেনিং বাধ্যতামূলক করার কথা ভাবছে, আগামী পাঁচ বছরে সেজন্য বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় ৫৭ কোটি টাকার এক প্রকল্প নেয়া হয়েছে; ৫. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অদূরদর্শী নীতিমালার কারণে দেশের প্রায় ৫ হাজার বেসরকারী প্রাথমিক ও সমমানের স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্প্রতি বেসরকারী ও ব্যক্তিমালিকানাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর রেজিস্ট্রেশনের জন্য নতুন নীতিমালা জারি করেছে, নতুন নীতিমালায় শুধু ৪টি মেট্রোপলিটন শহরে ভাড়া বাড়িতে স্কুল করা যাবে, অন্য শহর বা শহরতলিতে স্কুল করতে হলে নিজস্ব ভবন লাগবে; ৬. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঝরে পড়ার হার দাঁড়িয়ে হয়েছে শতকরা ৩০ থেকে ৪০ ভাগ। উল্লিখিত তথ্যগুলো পর্যালোচনা করলেই স্পষ্ট হবে যে, প্রাথমিক শিক্ষাকে সত্যিকার সর্বজনীন করতে হলে রেজিস্টার্ড এবং নন-রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে বিরাজমান সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করে সেগুলোয় সমপর্যায়ের মান নিশ্চিত করতে গেলে এবং বিশেষ করে ঝরে পড়ার হার রোধ করে দেশের সব শিশুর সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত অধ্যয়ন নিশ্চিত করতে হলে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে ব্যয়-বরাদ্দ অনেক বাড়াতে হবে। সেইসঙ্গে বিশ্বব্যাংকসহ বিভিন্ন দাতা সংস্থার সহায়তার পরিমাণ যাতে বাড়ে, তারও ব্যবস্থা করতে হবে এবং আমলাতান্ত্রিকতার বাধা দূর করে সে বর্ধিত সহায়তার সদ্ব্যবহারও নিশ্চিত করতে হবে। সারাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা সত্যিকার অর্থেই সর্বজনীন ও কার্যকর একটি ব্যবস্থা হিসাবে গড়ে তোলা গেলে দেশের শিক্ষার বিস্তার যেমন নিশ্চিত হবে, শিক্ষিতের হার বাড়বে, তেমনি উচ্চশিক্ষার দুয়ারও অনেক অবারিত হবে।